ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবে বিয়ে করছেন কঙ্গনা?

পৃঃ ৫

প্রতি বলে কত করে পাচ্ছেন স্টার্ক?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৮৬ ● কলকাতা ● ১৫ চৈত্র, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ২৯ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

লোকসভা ভোটের মুখে

অস্বস্তি আরও বাড়ল তৃণমূলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের মুখে অস্বস্তি আরও বাড়ল তৃণমূলের। সিবিআই তল্লাশি চালিয়েছে আগেই। এবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দফতরে ডাক পড়ল কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের। বিদেশি মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় তাঁকে তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন, পুরোদমে প্রচার শুরু করেছেন প্রার্থীরা, তারই মধ্যে ইডি দফতরে হাজিরা দিতে বলা হল মহুয়াকে।এই অভিযোগের জেরেই সংসদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল মহুয়া মৈত্রকে। এথিক্স কমিটির পরামর্শেই বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছিলেন স্পিকার। তারপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আবারও প্রার্থী হবেন মহুয়া। প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই দেখা যায়, কৃষ্ণনগর থেকেই টিকিট পেয়েছেন মহুয়া। প্রচারের মধ্যেই গত শনিবার কলকাতায় মহুয়ার বাবার ফ্ল্যাট, করিমপুরে মহুয়ার বাড়ি ও তাঁর কার্যালয়ে তল্লাশি চালায় সিবিআই। তবে, তৃণমূলের দাবি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এই কাজ করানো হচ্ছে। তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "মোদী বুঝতে পারছেন যে বিজেপির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে। তাই এসব করানো হচ্ছে।"শুধু মহুয়া নয়, ডাক পড়েছে

এরপর ৩ পাতায়

এবারে লোকসভা নির্বাচনে,

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘটনাকে গুরুত্ব দিতে চাইছে নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত পঞ্চায়েত ভোটের ঘটনাকে গুরুত্ব দিতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। প্রশাসন সূত্রের খবর, গত পঞ্চায়েত ভোটের তথ্য ধরে নতুন করে এই ধরনের ভোটকেন্দ্র বেছে তালিকা পাঠাতে হয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে।এ বার এ পর্যন্ত এ রাজ্যের জন্য দেশে সর্বাধিক, ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের থেকে চেয়েছে কমিশন। প্রাথমিক পর্যায়ে ১৫০ কোম্পানি বাহিনী এসে গিয়েছে। ১ এপ্রিলের মধ্যে আরও ২৭ কোম্পানি চলে আসবে। পর্যায়ক্রমে রাজ্যে আসতে থাকবে আধা সেনা। তার মোতায়েন পরিকল্পনাও নজরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। ভোট বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করছেন, মোতায়েন রূপরেখাও অনেকাংশে চূড়ান্ত হবে 'ক্রিটিকাল' বুথের নিরিখে। ফলে মনে করা হচ্ছে, গোটা রাজ্যে এমন ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়তে পারে ২৫-৩০%। সমান্তরালে বাড়তে পারে কমিশনের সরাসরি নজরদারি বা নিরাপত্তার বাঁধুনিও। এমন পদক্ষেপের নজির অতীতে রয়েছে কি না, মনে করতে পারছেন না প্রবীণ আধিকারিকদের অনেকে। চলতি মাসের গোড়ায় কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে এসেই স্পষ্ট করে দিয়েছিল, শুধুমাত্র বিগত লোকসভা বা বিধানসভাই (সরাসরি যা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের

এরপর ৩ পাতায়

আমি তো খাওয়ার মধ্যেই আছি,

নিজেও খাচ্ছি, অন্যদেরও খাওয়াচ্ছি: রচনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পোড় খাওয়া অভিনেত্রী হলেও, রাজনীতির দুনিয়ায় একেবারে নতুন। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে সেই রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টিকিট দিয়েছে তৃণমূল। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে তাঁকে। বড়পর্দার পর এবার ভোট ময়দানে সম্মুখসমরে টলিপাড়ার এই দুই অভিনেত্রী।প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে সিঙ্গুরের এক তৃণমূল কর্মীর বাড়ির দই খেয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন রচনা। বাড়িতে নিয়ে যাবেন বলেও জানিয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। আজ ঘুগনি খেয়েও তারিফ করেন তিনি। 'দিদি নম্বর ওয়ান', 'খুব ভালো ঘুগনি। আমার বাড়ির চেয়েও ভালো। এখানকার সবই ভীষণ ভালো, ঘুগনিও খুব সুন্দর। আমি তো খাওয়ার মধ্যেই আছি। নিজেও খাচ্ছি, অন্যদেরও খাওয়াচ্ছি'। ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন 'দিদি নম্বর ওয়ান' রচনা। বৃহস্পতিবার পান্ডুয়ার শিখিরা চাপতা পঞ্চায়েতের বেলে গ্রামে এসেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে তিনি দেখেন, রাস্তার ধারে ঘুগনি বিক্রি হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েন অভিনেত্রী। নিজে চোখে দেখার পাশাপাশি দলীয় কর্মীদেরও ঘুগনি খাওয়ান।

এরপর ৩ পাতায়

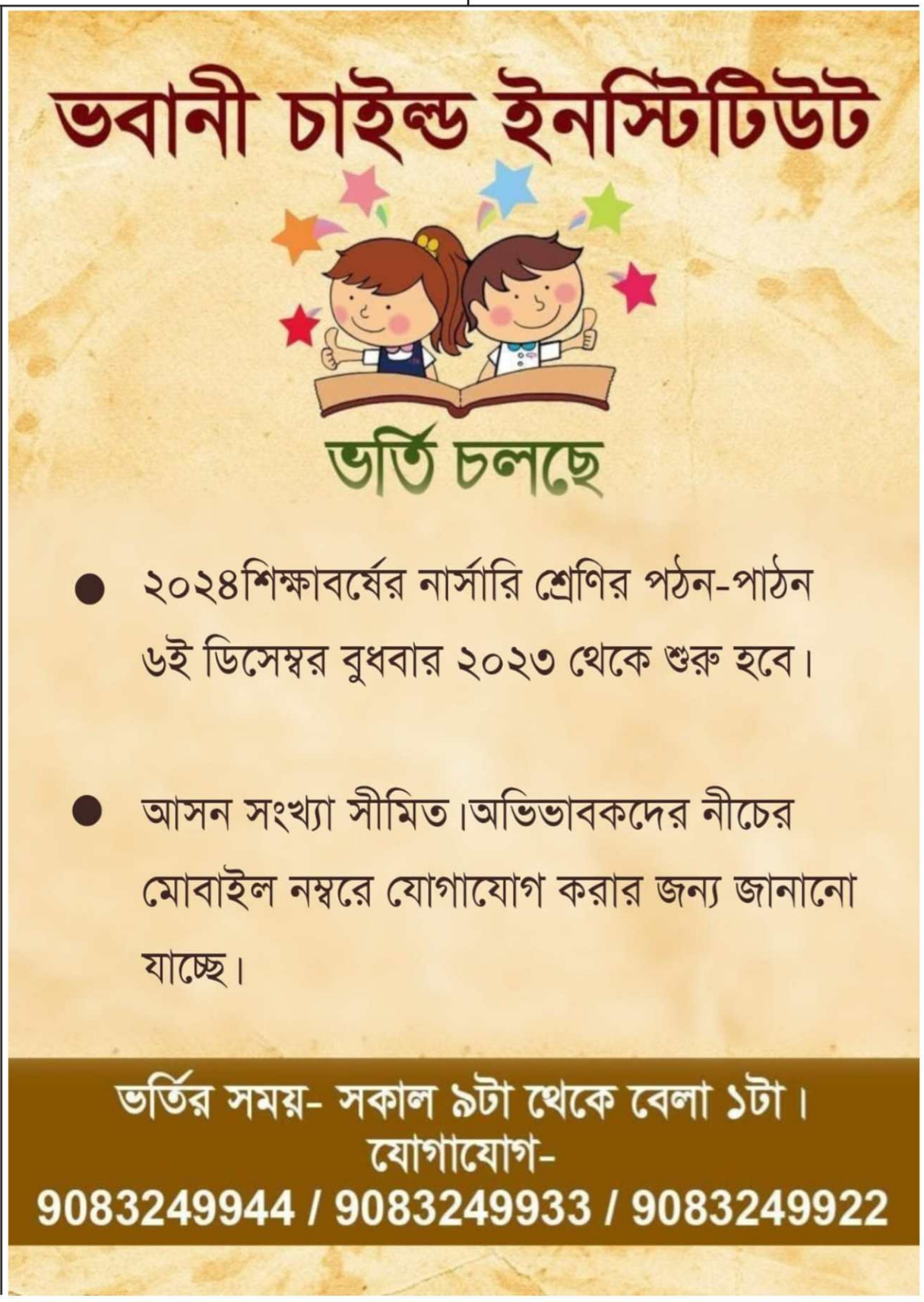

২৩৮ বার ভোটে হারের পরেও

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে চলেছেন পদ্মরাজন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তামিলনাড়ুর বাসিন্দা কে পদ্মরাজনের কাণ্ড জেনে সকলের মনে পড়ছে সুকুমার রায়, সৎপাত্র। উনিশবারের চেষ্টা শেষে রণে ভঙ্গ দিয়েছিল যে। কে পদ্মরাজন অবশ্য কোনও মতে হাল ছাড়ার বান্দা নন। ফলে ২৩৮ বার ভোটে হারের পরেও আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে চলেছেন।জানা গিয়েছে, আসন্ন লোকসভা ভোটে তামিলনাড়ুর ধর্মপুরী জেলার একটি আসনে লড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন পদ্মরাজন। বারবার ভোটে লড়ে 'ইলেকশন রাজা'র তকমা পাওয়া পদ্মরাজন হেরেছেন অটলবিহারী বাজপেয়ী, মনমোহন সিংহ, রাহুল গান্ধী থেকে নরেন্দ্র মোদির মতো হেবিওয়েট প্রার্থীদের কাছে! এমন কাণ্ড করে লিমকা বুক অফ রেকর্ডসেও নাম তুলে ফেলেছেন তিনি। যদিও তার জন্য পকেট খসাতে হয়েছে রীতিমতো। প্রতিবার ভোটে হেরে ২৫ হাজার টাকা করে জামানত ভরেছেন। তাই বলে অংশগ্রহণের আনন্দ থেকে সরতে নারাজ। পদ্মারাজনের কথায়, 'অনেক সময় হারের মধ্যেই জয়ের আনন্দ থাকে।' শাহরুখ খান অভিনীত বাজিগর ছবির সংলাপ মনে করান পদ্মরাজন।এই কাণ্ড করেই শুধু দেশ নয়, গোটা বিশ্বে নজর কেড়েছেন তিনি। পদ্মরাজনের গল্পের নাম হতে পারে 'লাস্ট বেঞ্চের ফার্স্ট বয়'। সকলে ভোটে দাঁড়ান জিতবেন বলে, তিনি হারবেন জেনেও প্রার্থী হন। এভাবেই 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নির্বাচনী লড়াইয়ের হেরো' তকমা পেয়েছেন। পঞ্চায়েত হোক বা জেলা পরিষদ, পৌরসভা কিংবা বিধানসভা, লোকসভা অথবা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-সব রকম ভোটে লড়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে ৬৫ বছরের পদ্মরাজনের। বুঝতে বাকি থাকে না, পেশায় টায়ার সারাইয়ের দোকানের মালিকের নেশা হল ভোটে দাঁড়ানো।

শেখ শাহাজানের জামিনে আর্জি খারিজ,

জেলা হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপরে হামলায় ধৃত শেখ শাহজাহানকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল বসিরহাট মহকুমা আদালত। বৃহস্পতিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতের মুখ্য বিচারক অভিযুক্তের জামিন আর্জি খারিজ করে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সন্দেশখালি কাণ্ডে ন্যাজাট থানায় দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে শেখ শাহজাহানের নামে দুটি পৃথক মামলা হয়েছে।উল্লেখ্য, রেশন দুর্নীতির তদন্তে গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে জনরোষের মুখে পড়েন ইডির আধিকারিকরা। গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বাঁচেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। ওই ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। দীর্ঘ ৫৫ দিন পলাতক থাকার পরে রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন শেখ শাহজাহান। তাঁকে গ্রেফতারের পরেই হাইকোর্টের নির্দেশে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে সিবিআই । ইতিমধ্যেই এই কাণ্ডে তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।৮ নম্বর মামলায় ১২ দিনের জন্য জেল হেফাজত হয়েছে। আর ৯ নম্বর মামলায় ২ দিনের জন্য জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শেখ শাহজাহানের সঙ্গী আইজুল শেখ, এনামুল শেখ, হাজি নূর শেখ, সঞ্জয় মণ্ডল, আলি হোসেন ঘরামি, ফারুক আকুঞ্জি ও সিরাজুল মোল্লাকে ৫ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। আগামী ২ এপ্রিল ফের তাদের বসিরহাট আদালতে হাজির করা হবে। এদি শেখ শাহজাহানের হাজিরা উপলক্ষে আদালত চত্বর এবং সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর এক কোম্পানি আধা সেনাও মোতায়েন করা হয়েছিল আদালত চত্বরে। দুপুরের ছবিটা ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের মত। সিবিআইয়ের তরফে আদালতে এদিন দাবি করা হয়,

এরপর ৩ পাতায়

মহিলা কমিশনে দেবাংশুর বিরুদ্ধে

লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন রেখার আইনজীবী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেখা স্বাস্থ্য সাথী-সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের উপভোক্তা। সেই সমস্ত নথি সমাজমাধ্যমে পোস্টও করা হয়েছিল। পাশাপাশি, সন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে। এ বার তা নিয়ে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানালেন রেখা।সরকারি উপভোক্তা হিসাবে রেখার যাবতীয় তথ্য বৃহস্পতিবার তৃণমূল সমাজমাধ্যমে দিয়েছে বলে অভিযোগ করে বিজেপি। তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যও একই তথ্য নিজের সমাজমাধ্যমে তুলে ধরে লেখেন, "বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের স্বাদ পেয়েছেন।" এর বিরুদ্ধে তফসিলি কমিশন এবং মহিলা কমিশনে দেবাংশুর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন রেখার আইনজীবী। তাঁর দাবি, দেবাংশুর পোস্টে শালীনতা লঙ্ঘিত হয়েছে। এ ছাড়াও দেবাংশুর পোস্টে রেখার গোপনীয়তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তাঁর আইনজীবী। আইনজীবী তাঁর মক্কেল রেখার তফসিলি এবং মহিলা পরিচয়ের কথাও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।প্রশ্ন তুললেন, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দিয়েছে বলেই কি সবাইকে তৃণমূল করতে হবে? একই সঙ্গে বিজেপি বিষয়টি জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। পাশাপাশি, তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের নামে রেখার আইনজীবী তফসিলি কমিশন এবং মহিলা কমিশনেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।বুধবার দিনভর সন্দেশখালিতে প্রচার করেন রেখা। তার পর তিনি গিয়েছিলেন কল্যাণীতে। সেখানকার এমসে ভর্তি ছিলেন তাঁর কন্যা। সেখানে গিয়ে রেখাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। বুধবার রাতেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় এমস থেকে। এমস সূত্রে খবর, রেখার শরীরে জলের ঘাটতির কারণে তাঁর 'ডিহাইড্রেশন' হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসকেরা রেখাকে সাত দিন 'বেড রেস্ট' নেওয়ার পরামর্শ দেন। রেখার সেই অসুস্থতা নিয়ে মুখ খোলেন স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার। তিনি বলেন, "শুনেছি, রেখা পাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য সাথী কার্ড রেখা পাত্রের আছে। শুধু তাই নয়, রেখা পাত্র লক্ষ্মীর ভান্ডারও পান। আমাদের দিদির সব

এরপর ৩ পাতায়

ক্যানিংয়ের মাতলা সেতুতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা!

গুরুত্বর আহত ৬

নুরসেলিম লস্কর, ক্যানিং : নিউজ সারাদিন : ক্যানিং মাতলা সেতুর উপরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। ম্যাজিক ও আটোর মুখোমুখী সংঘর্ষে গুরুত্বর আহত অটোর চালক সহ ছয় আটো যাত্রী।

স্থানীয় ও ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে একটি আটো ক্যানিং থেকে যাত্রী নিয়ে বাসন্তীর দিকে যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি খালি ম্যাজিক গাড়ি দ্রুত গতিতে বাসন্তী থেকে ক্যানিংয়ের দিকে আসছিল।তখনই ঘটে বিপত্তি। বাসন্তী ক্যানিং রোডের মাতলা সেতুর উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ম্যাজিক গাড়িটি গিয়ে ধাক্কা মারে আটো তে। আর ম্যাজিক ও অটোর এই মুখোমুখী সংঘর্ষে আহত হয় ছয় জন। বেশ কিছুক্ষণ আহতরা ঘটনাস্থলে পড়ে থাকার পরে স্থানীয় লোকজন ও ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশ গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে সোনা মল্লিক, জাহানারা খাতুন, শোভন লাল দাস সহ সরস্বতী মিস্ত্রী নামের চার আটো যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় আহত যাত্রীদের অধিকাংশের ঠিকানা বাসন্তীর মসজিদবাটী ও মোকামবেড়িয়া এলাকায় বলে জানাগিয়েছে।

চোট সারিয়ে নদীয়ার ময়দানে সভা করতে মুখ্যমন্ত্রী,

কৃষ্ণনগর কেন্দ্র মর্যাদার লড়াই

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : চোট সারিয়ে প্রথম সভা করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নদীয়া জেলায়। মর্যাদার লড়াই জেতার রণাঙ্গন নদীয়ার দুই কেন্দ্র। আগামী রবিবার কৃষ্ণনগরের পাশে ধুবুলিয়ার সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে জনসভা করতে আসছেন তৃণমূল সুপ্রিম মমতা ব্যানার্জি। গত ২রা মার্চ কৃষ্ণনগর কলেজ ময়দানেপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে জনসভা করে গেছেন। যদিও তখনও তৃণমূল বিজেপি কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেননি। তবে তখন থেকেই জানা ছিল ফের কৃষ্ণনগরের মহুয়া মৈত্রকে প্রার্থী করা হচ্ছে। জনসভা থেকেই প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন এই কেন্দ্র দখল করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন। সংসদ থেকে মহুয়ার বহিষ্কার এবং সেই সঙ্গে ইডিও সিবিআই এর তদন্ত শুরুর পরে পরিস্থিতি তৃণমূলের পক্ষে আরও কঠিন হয়ে পড়ে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সব সময় মহুয়ার পাশেই আছেন। তাই প্রথমেই জনসভা করতে আসছে নদীয়াতে। প্রথম দফার ভোট শুরু হচ্ছে উনিশে এপ্রিল। চতুর্থ দফায় অর্থাৎ ১৩ই মে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের ভোট। ফলে রাজনৈতিক মহল ভাবছে নদীয়ার কৃষ্ণনগর কেন্দ্রটি চ্যালেঞ্জের তাই প্রথমেই মমতা ব্যানার্জি এইখান থেকে প্রচার শুরু করতে চাইছেন। নেত্রী চোট পাওয়াকে কেন্দ্র করে নেতৃত্ব স্থানীয়দের চাপনতর সৃষ্টি হয়েছিল, সর্বশেষ পর্যন্ত চোট সারিয়ে ভোটের মাঠে নামছেন তিনি।

দোলের আগের দিন প্রধানমন্ত্রী নিজে কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায় কে ফোন করে নমস্কার জানিয়ে খোঁজখবর নেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতিকে সামনে তুলে ধরেন। মোদি কার্যত বুঝিয়ে দিয়েছেন এই কৃষ্ণনগর কেন্দ্রটি বিজেপির কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

গত ২৩ শে মার্চ সি বি আই মহুয়ার কলকাতার বাড়ির পাশাপাশি কৃষ্ণনগর ও করিমপুরের কার্যালয়ে হানা দিয়ে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালায় কোন কিছু না পেয়েই হতাশা হয়ে সিবিআইকে ফিরে আসতে হয়। পুনরায় বৃহস্পতিবার মহুয়াকে ফের দিল্লিতে তলব করেছে ইডি। এই দিন কালিগঞ্জে প্রচার রয়েছে মহুয়া মৈত্রের। তবে তিনি দিল্লিতে যাননি ভার্চুয়ালি ইডির সঙ্গে কথোপকথন হয়েছে বলে জানা গেছে। মোটের ওপর বিডি সিবিআই বারবার মহুয়াকে ডেকে পাঠালে ও তৃণমূল বসে নেই। তৃণমূল নেতাকর্মীদের আত্মবিশ্বাস এই আসনে মহুয়ায় জিতবে, প্রার্থীকে ভয় দেখানো এবং দলের ভেতরে যাতে সংশয় দেখা যায় তৃণমূল যাতে অস্বস্তিতে পড়ে তারই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার। তৃণমূলে কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান রূপবান রহমান বলেন তৃণমূল কংগ্রেস কাজ করে বুঝিয়ে দিয়েছে বাংলাকে মানুষের জনস্রোত রয়েছে বিজেপি সেটা মেনে নিতে পারছে না, আর আমাদের প্রার্থী পরিচিত এবং কাজের মানুষ। হারাতে পারবে না বলেই ইডি সিবিআই কে ব্যবহার করছে তারা। অন্যদিকে বিজেপির উত্তর সাংগঠনিক জেলা মিডিয়ার আহ্বায়ক সন্দীপ মজুমদার বলেন অপরাধ করলে সাজা পেতেই হবে, ধামাচাপা দিয়ে কোন কাজ হবে না, আইন আইনের পথেই চলবে, সারা নদিয়া যান নামে পরিচিত সেই বাড়ির প্রার্থী করা হয়েছে এটা আমাদের কাছে বিশেষ গর্বের।

মুখ্যমন্ত্রী জনসভার আগে মাঠ পরিদর্শনে এলেন পুলিশ প্রশাসনের কর্তব্যরত অফিসাররা। কৃষ্ণনগর কেন্দ্র মতুয়া ভোট রয়েছে। বিজেপির দিকে চলে থাকা সেই ভোটকে নিজেদের বাক্সে ফেরাতে মমতা কি বার্তা দেবেন এই নির্বাচনী জনসভায় এসে সেই অপেক্ষায় রাজনৈতিক মহল সহ-সাধারণ মানুষ।

১-ম পাতার পর

লোকসভা ভোটের মুখে অস্বস্তি আরও বাড়ল তৃণমূলের

ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানিরও।

মহুয়া মৈত্রের কেন্দ্র অর্থাত কৃষ্ণনগর থেকেই লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৩১ মার্চ ওই কেন্দ্রে কর্মসূচিও নির্ধারিত হয়েছে ইতিমধ্যে। এরই মাঝে ডাক পড়ল তৃণমূল নেত্রীর। আগামী ২৮ মার্চ অর্থাত বৃহস্পতিবারই হাজিরা দিতে বলা হয়েছে মহুয়াকে। উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রে মহুয়ার বিপক্ষে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন, কৃষ্ণনগরের 'রানি মা' তথা অমৃতা রায়।

এর আগে গত ১১ মার্চ মহুয়াকে হাজিরার নোটিস দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় হাজিরা দেওয়ার জন্য কয়েক সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন মহুয়া। এবার ২৮ মার্চ তলব করা হল। উল্লেখ্য, দর্শন হিরানন্দানি বিদেশ থেকেই হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিলেন যে মহুয়া তাঁর কাছ থেকে টাকা ও দামী উপহার গ্রহণ করেছিলেন। এবার তাঁদের দুজনকে একসঙ্গে তলব করা হল।

১-ম পাতার পর

আমি তো খাওয়ার মধ্যেই আছি, নিজেও খাচ্ছি, অন্যদেরও খাওয়াচ্ছি: রচনা

এখানেই শেষ নয়! এরপর মাঠে আলু তোলা হচ্ছে দেখে সোজা জমিতে নেমে পড়েন রচনা। ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে গল্প করতেও দেখা যায় তাঁকে। এরপর হুড খোলা গাড়ি করে প্রচার করেন তৃণমূল নেত্রী। তারকা প্রার্থী হলেও রচনা যেভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করছেন তা দেখে প্রশংসা করেছেন অনেকে। তবে প্রতিপক্ষ লকেটের গলায় অবশ্য শোনা গিয়েছে কটাক্ষের সুর।

বিজেপি নেত্রী বলেন, 'রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটি নিয়ে এসেছেন। হেরে যাওয়ার পর ফের দিদি নম্বর ওয়ান চলবে। রাজনীতির দুনিয়ায় একেবারেই অনভিজ্ঞ উনি'। একদা সতীর্থের এই কটাক্ষ কানে এসেছে রচনার। তিনি পাল্টা বলেন, 'আমি ওঁর মতো নই, ছুটি নিয়ে আসিনি। ও ৫ বছর আগে ছুটি নিয়ে এসেছিল। রাজনীতির দুনিয়ায় আমি নতুন, তবে মন থেকে করব। আর মন থেকে কিছু করলে জয়ী হওয়া যায়'।

১-ম পাতার পর

এবারে লোকসভা নির্বাচনে,গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘটনাকে গুরুত্ব দিতে চাইছে নির্বাচন কমিশন

অধীনে) নয়, বরং গত পঞ্চায়েত ভোটের (যা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অধীনস্থ) অভিজ্ঞতাও লোকসভার ভোট প্রস্তুতিতে কাজে লাগানো হবে। তখনই একেকটি জেলার তথ্য ধরে ধরে হিংসা বা ভোটে গরমিলের তথ্য সামনে এনে জেলা-কর্তাদের প্রশ্নের মুখে ফেলেছিলেন কমিশন-কর্তারা। জেলা প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, যদিও তার আগেই কোন জেলায় কত 'ক্রিটিকাল' বুথ রয়েছে, তার তথ্য রিপোর্ট আকারে তৈরি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কমিশনের কাছে। ভোট ঘোষণার পরে ফের নতুন করে নির্দেশ পেয়ে তা খতিয়ে দেখা হয়। জেলা-কর্তাদের অনেকেই জানাচ্ছেন, গত পঞ্চায়েত ভোটে হওয়া হিংসা, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যাওয়া এবং কম ভোটদানের হার থাকা এলাকাগুলিকে 'ক্রিটিকাল' বুথ হিসেবে নতুন সমীক্ষায় ধরতে হয়েছে। তাতে আগের তালিকার তুলনায় কোনও জেলায় ২০-২৫%, কোনও জেলায় ৩৫-৪০% বেড়েছে 'ক্রিটিকাল' বুথের সংখ্যা।কমিশন সূত্রের বক্তব্য, 'ক্রিটিকাল' বুথসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ওয়েবকাস্ট'-এর (সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভোট প্রক্রিয়ার ভিডিয়ো সরাসরি সম্প্রচারিত হবে কমিশনের কন্ট্রোলরুমে) সংখ্যাও বাড়বে। কারণ, কমিশনের নীতি অনুযায়ী, মোট বুথের ৫০% বা 'ক্রিটিকাল' বুথ সংখ্যা যেটা বেশি হবে, ততগুলি ভোটকেন্দ্রে ওয়েবকাস্ট করতে হবে। কমিশনের দেওয়া প্রাথমিক হিসেবে রাজ্যে মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ৮০ হাজার ৪৫৩টি। যার মধ্যে গ্রামীণ ৬০ হাজার ৮৪৩ এবং শহরে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ১৯ হাজার ৬১০টি। এর মধ্যে ৪২ হাজার বা ৫২% বুথে ওয়েবকাস্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কমিশন। নতুন করে 'ক্রিটিকাল' বুথের সংখ্যা (যদিও কমিশন সূত্রের দাবি, তা নিত্য পরিবর্তনশীল) বৃদ্ধি পাওয়ায় ওয়েবকাস্টের সংখ্যাও বাড়তে পারে পাল্লা দিয়ে।

ভারত সফরে এলেন ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী দিমিত্র কুলেবা

ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী দিমিত্র কুলেবা।

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের মধ্যেই ভারত সফরে এলেন ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী দিমিত্র কুলেবা। দুদিনের জন্য সফরে এসেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠক করবেন কুলেবা। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের মিত্র দেশ হিসাবে পরিচিত রাশিয়া।উল্লেখ্য, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই একাধিকবার দুদেশের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চলতি মাসেই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলেন মোদি। ভারত যেভাবে ইউক্রেনের জন্য মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন জেলেনস্কি। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যেন দ্রুত যুদ্ধ মেটানো যায়, সেই নিয়েই কথা হয় তাঁদের মধ্যে। লোকসভা নির্বাচনের পরে মোদিকে ইউক্রেনে আমন্ত্রণও জানিয়েছেন জেলেনস্কি। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতে এসে কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে সুর চড়াবেন ইউক্রেনে বিদেশমন্ত্রী? কীভাবে রাশিয়া-ইউক্রেন দুই দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে ভারত? যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার মিত্র দেশে দাঁড়িয়ে ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী কী বার্তা দেন, সেদিকে নজর থাকবে আন্তর্জাতিক মহলের। যুদ্ধ থামিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটাক রাশিয়া-ইউক্রেন (জঁংরধ-টশৎধরহব ডধৎ), বারবার এই বার্তা দিয়েছে ভারত। বৃহস্পতিবারও একটি অনুষ্ঠানে জয়শংকর বলেন, "যুদ্ধের কোনও সমাধান হয় না। যুদ্ধে কেউ জয়ী হয় না। ভারত এমন একটা দেশ যার কাছে সুযোগ রয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে কথা বলার। আমরা ইউক্রেন ইস্যু নিয়েও তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি।" বিদেশমন্ত্রী সাফ জানান, দিল্লি চায় সংঘর্ষ থামিয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে।

এহেন পরিস্থিতিতেই দুদিনের ভারত সফরে এলেন কুলেবা। শুক্রবার ভারতীয় বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। সুপার স্পাই, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গেও আলাদা করে কুলেবার বৈঠকে বসার কথা আছে। তাছাড়াও এই সফরে এসে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থল দর্শন করবেন ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী।

ওড়িশায় ফের ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতায় ফেঁসে গেলেন নবীন পট্টনায়েক

ড: সমরেন্দ্র পাঠক. সিনিয়র সাংবাদিক: ভুবনেশ্বর, ২৮ মার্চ, ২০২৪ (এজেন্সি): নিউজ সারাদিন : আবারও একটি ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা ওড়িশায় হতে চলেছে। ক্ষমতাসীন বিজু জনতা দল (বিজেডি) এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) রাজ্যে জোট গঠন করতে পারেনি এবং উভয় দলই এখন নিজেরাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কংগ্রেস আলাদা করে হাততালি দিচ্ছে।

ওড়িশায় ২১টি লোকসভা আসন এবং ১৪৭টি বিধানসভা আসন রয়েছে এবং লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনগুলি ১৩, ২০, ২৫ মে এবং ১ জুন চারটি ধাপে একযোগে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজু জনতা দল প্রায় ৪৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এছাড়াও কংগ্রেস ২৫.৬ শতাংশের সমর্থন পেয়েছে এবং বিজেপি ১৮ শতাংশ ভোটারের সমর্থন পেয়েছে। ২০১৯ সালে বিজেপির পরিস্থিতি বদলে যায় এবং এটি BJD-এর পরে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হয়ে ওঠে। যদিও এর পরেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন নবীন পট্টনায়েক।

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজু জনতা দলের প্রধান নবীন পট্টনায়েক গতকাল লোকসভার জন্য ৯ জন এবং রাজ্য বিধানসভার জন্য ৭২ জন প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছেন। মিঃ পাটনায়েক নিজে হিঞ্জিলি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়বেন।

বিজেডি সাধারণ সম্পাদক সংগঠন প্রণব প্রকাশ দাসকে সম্বলপুর লোকসভা আসন থেকে প্রার্থী করা হয়েছে, যেখানে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপি প্রার্থী ধর্মেন্দ্র প্রধানের মুখোমুখি হবেন। ওড়িশার মন্ত্রী সুদাম মারান্ডি ময়ূরভঞ্জ লোকসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, এবং প্রাক্তন ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক দিলীপ তিরকি সুন্দরগড় লোকসভা আসন থেকে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিদায়ী সাংসদ জুয়াল ওরামের মুখোমুখি হবেন।

বিজেডি লোকসভা আসনের অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছে লম্বোদর নিয়াল - কালাহান্ডি, আনসুমান মোহান্তি - কেন্দ্রপাড়া, প্রজিপ কুমার মাঝি - নাভারংপুর, মন্মথ রাউত্রে - ভুবনেশ্বর, কৌশল্যা হিকাকা - কোরাপুট এবং রঞ্জিতা সাহু - আস্কা।

মিঃ পাটনায়েক নিজে গঞ্জাম জেলার হিঞ্জিলি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বিধানসভার জন্য ঘোষিত ৭২ প্রার্থীর মধ্যে ১৩ জন নতুন মুখ এবং ১২ জন মহিলা প্রার্থী রয়েছে।

বিজেপি গত রবিবার ওড়িশার ২১টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৮টির জন্য তার প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে, যখন তালিকা থেকে চারটি বর্তমান সাংসদকে বাদ দিয়েছে। দল এখনও কটক, জাজপুর এবং কান্ধমাল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা করেনি।

দলটি চার মহিলাকে প্রার্থী করেছে - অপরাজিতা সারঙ্গী - ভুবনেশ্বর, সঙ্গীতা কুমারী দেব - বোলাঙ্গির, মালবিকা কেশরী দেব - কালাহান্ডি এবং আস্কা থেকে অনিতা সুভদর্শিনী।

যে সকল বর্তমান সাংসদদের বিজেপি এবার টিকিট দেয়নি তাদের মধ্যে রয়েছেন সুরেশ পূজারি - বারগড়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিশ্বেশ্বর টুডু - ময়ুরভঞ্জ, নীতীশ গ্যাং দেব - সম্বলপুর এবং বসন্ত পান্ডা - কালাহান্ডি। দল শ্রী পূজারির জায়গায় প্রদীপ পুরোহিতকে মনোনীত করেছে, আর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সম্বলপুরে নীতীশ গ্যাং দেবের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

রায়রাংপুরের বিধায়ক নব চরণ মাঝি ময়ূরভজ আসনে বিশ্বেশ্বর টুডুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। কালাহান্ডি লোকসভা আসনে বসন্ত কুমার পাণ্ডার জায়গায় নতুন প্রার্থী করা হয়েছে মালবিকা কেশরী দেবকে।

বহাল থাকা সাংসদের মধ্যে রয়েছেন জুয়াল ওরাম-সুন্দরগড়, প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গি-বালাসোর, সঙ্গীতা কুমারী সিং দেও-বোলাঙ্গির এবং অপরাজিতা সারঙ্গি-ভুবনেশ্বর।

অন্য বিজেপি প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন অনন্ত নায়ক-কেওনঝার, অভিমন্যু শেঠি-ভদ্রক, রুদ্র পানি- ঢেঙ্কানল, বৈজয়ন্ত পাণ্ডা- কেন্দ্রপাড়া, বলভদ্র মাঝি- নবরঙ্গপুর, বিভু তরাই- জগৎসিংপুর, সম্বিত পাত্র- পুরী, প্রদীপ পানিগ্রাহী- বেরহামপুর এবং কালীরাম মাঝি।

কংগ্রেস কিছু প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে তবে শীঘ্রই সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ হতে পারে। তবে রাজ্যে ত্রিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিশ্চিত।

২ পাতার পর

মহিলা কমিশনে দেবাংশুর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন রেখার আইনজীবী

প্রকল্প রেখা পাত্র পান। যাঁরা দিদির বিরোধিতা করছেন, তাঁরা একটু ভেবে দেখুন, দিদির স্বাস্থ্য সাথীর কার্ডেই কিন্তু রেখা পাত্রের চিকিতসা হতে পারে।"সুকুমারকে পাল্টা জবাব দিয়েছেন রেখাও। সন্দেশখালির আন্দোলনের 'মুখ' পাল্টা বলেন, "তৃণমূল কি বলতে চাইছে যে, সরকারি সুবিধা নিতে গেলে তৃণমূল করতে হবে?" এর পরেই সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গ টেনে এনে রেখা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী যে সুযোগ-সুবিধাগুলো দেন পশ্চিমবাংলায়, তিনি কিন্তু এক বারও বলেননি যে, এই সুযোগ-সুবিধাগুলো পেতে গেলে বিজেপি করো। আর করোনা টিকা, যেটা নরেন্দ্র মোদী দিয়েছেন, যেটা নিয়ে বেঁচে আছেন তৃণমূলের নেতারা। এক বারও নরেন্দ্র মোদী বলেননি যে, আমি টিকা দিয়ে ওদের বাঁচিয়ে রেখেছি।" একই সঙ্গে বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী অভিযোগ করেন, "দিদির ভাইপো স্বাস্থ্য সাথীতে চিকিতসা করান না। চিকিৎসা করাতে যান আমেরিকায়।"

২ পাতার পর

শেখ শাহাজানের জামিনে আর্জি খারিজ, জেলা হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত

'শাহজাহানের নির্দেশেই গত ৫ জানুয়ারি ইডি আধিকারিকদের উপর হামলা চালানো হয়েছিল। তিনি বাড়ির পাশ থেকে ফোন করে 'অনুগামী'-দের জড়ো হতে বলেছিলেন।' অন্যদিকে এদিন সন্দেশখালিকাণ্ডে এই প্রথম ৩ জনের গোপন জবানবন্দি নিতে চায় সিবিআই। বর্তমানে সন্দেশখালিতে হামলার ঘটনায় তিনটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। যা নিয়ে হাই কোর্টে যায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৮৬ সংখ্যা ২৯ মার্চ, ২০২৪ শুক্রবার ১৫ চৈত্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

দেশবিরোধী ছাপ লেগে যাওয়ায় যথেষ্ট কোণঠাসা কৃষ্ণনগরের পদ্মশিবির

আড়াইশো বছর আগে পূর্বপুরুষদের কৃতকর্মে বিপাকে কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী! পলাশির যুদ্ধে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন ব্রিটিশদের পক্ষে। অর্থাৎ নবাব সিরাজের বিরোধিতা করে মিরজাফরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল কৃষ্ণনগরের রাজ পরিবার। সেই পরিবারের রাজমাতা অমৃতা রায় এবার পদ্মপ্রার্থী।কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থীর স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে দিল, মুখে দেশভক্তির কথা বললেও পদ্মশিবিরের পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। আর সেই কারণেই নির্বাচনী চাপের মুখে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রকাশ্যেই স্বীকার করে নিয়েছে, মিরজাফর-জগৎ শেঠদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অমৃতার পূর্বপুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেশের স্বাধীনতার সূর্য পলাশির আমবাগানেই অস্তমিত হতে সাহায্য করেছিল। বস্তুত এই তথ্য তুলে ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ বলেছেন, "কৃষ্ণনগরবাসী এই দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকদের জবাব দিয়ে গতবারের চেয়ে আরও বেশি ভোটে মহুয়া মৈত্রকে জিতিয়ে সংসদে পাঠাবেন, এখনই বলে দেওয়া যায়।"প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে গিয়ে সেই প্রার্থী অমৃতা রায় নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন, পলাশির যুদ্ধে বাংলার শেষ নবাব সিরাজদৌল্লার বিরোধিতা করে লর্ড ক্লাইভ-জগৎ শেঠদের সঙ্গ দিয়েছিলেন তাঁদের রাজ পরিবার। অর্থাৎ ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে মিরজাফরদের সঙ্গেই ছিলেন অমৃতার পূর্বপুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেশবাসীর সঙ্গে নিজের পরিবারের বিশ্বাসঘাতকতার কথা মুখ ফসকে স্বীকার করে ফেলেছেন কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী। আর এর পরই তৃণমূল তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময়ই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে এসেছে। আসলে এটাই বিজেপির চরিত্র। দলের তরফে প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ আগেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই সিরাজের বিরোধিতা করে ব্রিটিশকে সঙ্গ দেওয়ার প্রসঙ্গটি প্রথম সামনে আনেন। এদিন কুণাল এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, "সাভারকর থেকে নাথুরাম গডসে যে বিজেপি নেতাদের আরাধ্য পুরুষ হন, তাদের প্রার্থীর পরিবার যে দেশ বিরোধিতার কাজ করবে, এর মধ্যে আর নতুনত্বের কী আছে? রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেশবিরোধী মিরজাফরদের সঙ্গ দিয়েছিলেন আর তাঁর উত্তরসূরি বাংলাবিরোধী বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন। ভোটেই মানুষ এর জবাব দেবে।"

কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে ফের তৃণমূলের প্রার্থী হওয়া মহুয়া মৈত্রের আতঙ্কে যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ভুগছেন তা স্পষ্ট হয়ে গেল ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীকে ফোন করে উজ্জীবিত করার ঘটনায়। কারণ, নাম ঘোষণার পর প্রথম রাউন্ডেই প্রার্থীর গায়ে দেশবিরোধী ছাপ লেগে যাওয়ায় যথেষ্ট কোণঠাসা কৃষ্ণনগরের পদ্মশিবির। বস্তুত সেই কারণে, প্রধানমন্ত্রী ফোন করতেই তাঁর পরিবারকে পলাশির যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার বিরোধী শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা স্বীকার করে নিজের বিপন্নতার পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। যদিও অমৃতা রায় নিজের যুক্তি খাড়া করতে গিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মেরুকরণের ইঙ্গিত করেছেন। বলেছেন, "সেদিন যদি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ব্রিটিশদের সঙ্গ না দিতেন, তাহলে নবাবদের সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নিতে হত, পোশাক-আশাক বদলে যেত।" ব্রিটিশদের সঙ্গে নিয়ে মিরজাফর-জগৎ শেঠদের সঙ্গী করে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা ঢাকতে কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী যে যুক্তি দিয়েছেন, তা আসলে ধর্মান্ধতার রাজনীতি বলে তোপ তৃণমূলের। আরও সহজ করে বললে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসি, যে নীতিতে এক সময়ে ইংরেজরা বিশ্বাস করত, পরে দেশজুড়ে ধর্মীয়

বিভাজন করে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অজয় নদ পেরিয়ে প্রবেশ করলাম দুমকা জেলায়। ঝাড়খণ্ড রাজ্যে অসংখ্য আদিবাসী গোষ্ঠীর বাস। তবে নাম যেহেতু সাঁওতাল পরগনা, তাই সাঁওতালদের নিয়ে কিছু বলা যাক,আর যেন এসব ইতিহাস আমার কাছে অজানা হতে চলেছে। সাঁওতাল আদিবাসীরা বিশ্বাস করে এদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন একলব্য, যাঁকে অত্যন্ত অন্যায় ভাবে দ্রোনাচার্য তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুল গুরুদক্ষিণা হিসাবে চেয়েছিলেন। তাই জানেন কিনা জানিনা, আজকেও সাঁওতালরা তীর ছোড়ার সময় বুড়ো আঙুল ব্যবহার করে না। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

তিনি। সেই কারণেই বরানগর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে দুর্গারূপে পূজিতা হন মা সারদা। হাওড়ার আমতার খড়িয়পে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ প্রেমবিহারেও মা দুর্গার সঙ্গে আরাধ্যা স্বামী বিবেকানন্দের 'জ্যান্ত দুর্গা' মা সারদাও। সেই ১৯৪৪ সাল থেকে মা সারদার প্রতিকৃতিকে দুর্গারূপে পুজো হয়ে আসছে বরানগর আশ্রমে। আর খড়িয়পে প্রেমবিহার প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্থাৎ বিগত ১৯ বছর ধরেই এই রীতি চলে আসছে। বরানগরে চারদিন চার রূপে পুজো করা হয় মা সারদাকে। মা সারদাকে দুর্গারূপে পুজো শুরু হওয়ার পর বিসর্জন রীতি উঠে গিয়েছে আশ্রমে। বরানগরে মহাসপ্তমীর দিন সারদা মায়ের রাজরাজেশ্বরী বেশ। মাথায় থাকে সোনার কিরীট, বেনারসী ও আভরণে সুসজ্জিতা মা। অষ্টমীতে যেগিনী বেশী সারদা মা যেন তপস্বিনী উমা। গৈরিকবসনা, শিবস্বরূপা জটাজুটসমাযুক্তা তাঁর রূপ।আর নবমীর দিন তিনি কন্যারূপে আবির্ভূতা। এইদিনই কুমারী রূপে তাঁর পুজো করা হয়। দশমীতে মায়ের ষোড়শী বেশ। মা দুর্গা এদিনই পাড়ি দেন কৈলাসে। চারদিন বৈচিত্রের মধ্যে দিয়েই শেষ হয় এই অভিনব পুজো। প্রতিমার বিসর্জন হয় না। এই আশ্রমে শুধু ঘট বিসর্জনই রীতি। এইসব রীতি-রেওয়াজ মধ্যেই মা সারদা হলেন ব্রহ্মবিদ্যা-র আঁধারস্বরূপ। তাঁর মাধ্যমে রামকৃষ্ণ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে মা ঠাকুরের পদসেবা করার সময় বিনীত প্রশ্ন পেশ করেছেন, 'আমাকে কি বলে মনে মনে হয়।' শ্রীশ্রী ঠাকুরের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ছিল, 'যে মা মন্দিরে আছেন এভং ভবতারিনী নামে আমার পূজা গ্রহণ করছেন-তিনিই এখন শ্রীমা সারদা হয়ে আমার পদসেবা করছেন।' শ্রীমা সারদা ঈশ্বরী। গ্যাত্রী জননী। তিনি ছিলেন অগ্নি ন্যায় তেজদৃপ্ত। তৎকালীন সময় দেশব্যাপী ইংরেজ হটাও আন্দোলন। মা কিন্তু আমার মাতৃভূমি এমন ভাবাবেগে আপ্লুত হননি বা প্রশ্রয় দেননি। অথচ নিজস্ব যুক্তি ও চিন্তায় স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং নিজেও প্রত্যয়ী থেকেছেন। যেমন উদাহরণস্বরূপ উল্ল্যেখ করা যায় ইংরেজ সরকার প্রতিমুহূর্তে মায়ের বাড়ির প্রতি কড়া নজর রেখেছিল, যদিও সাহসে কুলোয়নি মা-কে ঘাটানোর। 'শ্রীশ্রীমা'-র কাছে কোন কিছু অজ্ঞাত ছিল না, তবে অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী 'মা' দৃঢ় অথচ শান্তি আচার আচরণে রাজশক্তিকে উপেক্ষা করে গেছেন, তাঁর স্নেহের ছত্র ছায়ায় বহু বিপ্লবী আশ্রয় নিয়েছেন। নীরবে-নিভৃতে কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেছেন। স্বামীজী শিবানন্দজীকে চিঠিতে লিখলেন, 'যার মা-র ওপর ভক্তি নেই তার ঘোড়ার ডিম হবে। সোজা বাংলা কথা। ঠাকুর বরং যাক। ঠাকুরের থেকে মা বড়ো দয়াল। মা-কে তোমরা বোঝনি। মায়ের কৃপা লক্ষগুণ বড়ো।' তাই মায়ের বিকল্প আর কোনো বড় শক্তি হতে পারে না এ যুগেও। মায়ের অন্তর শক্তির ঊর্ধ্বে আজও আমরা যেতে পারিনি কেউ, মায়ের চেতনার সেইরূপ।

রামচন্দ্র প্রশ্ন করেন-'কেগো তুমি'; বালিকার উত্তর: এই আমি তোমার কাছে এলুম। যারা পূর্ব পূর্ব অবতারদের লীলা সঙ্গিনী রূপে এসেছিলেন, যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করি তাহলে অধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের জন্যে তাদের অবদানের স্বল্পতা দেখে বিস্মিত হই। কিন্তু শ্রীশ্রী মা যে ভাবে ঠাকুরের ভারধারাকে চারিদিকে প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছেন তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ঠাকুর নিজেও মাকে শরীর ত্যাগের আগে বলেছিলেন: "এ (শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে) আর কি করেছে তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে"। সেই অনেক বেশি কাজ শ্রীমা করেছেন তাঁর মৃতু স্নেহের মাধ্যমে। ঠাকুরের সন্তানরা মাকে ঠাকুর থেকে পৃথকরুপে দেখতেন না। ঠাকুরেরই মাতৃরুপে আর একটি অভিব্যক্তি দেখতেন। শ্রীশ্রীমা নিজেও বলেছেন: "ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্যে আমাকে এবার রেখে গেছেন।" তবেই সারদাদেবী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: 'ও সারদা-স্বরস্বতী-জ্ঞান দিতে এসছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যান হয়। তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে'। ও (সারদা) জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধি মতী। তেলোভেলোর মাঠে এক দস্যুদম্পতি সারদাদেবীকে কালীরুপে দেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুস্পপুত্র শ্রীমায়ের স্বমুখেই শুনেছিলেন যে, শ্রী শ্রী মা স্বয়ং মা-কালী, জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়িতে একটি বিড়াল ছিল। ব্রহ্মচারীগন তখন মায়ের সেবক। তিনি বিড়ালটিকে আদর যত্ন তো করতেনই না, বরং মাঝে মাঝে একটু-আধটু প্রহারাদিই করতেন। মাতা জানতেন, রাধু ও শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহে বিড়ালের বংশবৃদ্ধি হয়েছিল। একবার কলকাতা আসার সময় ব্রহ্মচারীকগণকে ডেকে মা বললেন: জান বেড়াল গুলোর জন্য চাল নেবে। যেন কারও বাড়ি না যায় গাল দেবে, বাবা। তারপর ভাবলেন শুধু এই টুকু বলাই বেড়ালের জগৎ ফিরবেনা। তাই আবার বললেন: দেখ জান বেড়ালগুলোকে মেরোনা। ওদের ভেতরেও তো আমি আছি "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরুপেন সংস্থিতী" তিনিই যে আমাদের শ্রীশ্রীমা হয়ে এসেছেন নিজ মাতৃভাবকে অবলম্বন করে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মা স্বমুখে বলেছেন: আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদ ও তেমন ছেলে। শরৎ স্বামী সারদানন্দ হলেন রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধার, সম্পাদক, আর আমজাদ একজন ডাকাত। মা বলেছেন- "আমি সতের ও মা, অসতের ও মা"। মা যে বাস্তববাদী ছিলেন আর সে কারণেই স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 'শ্রীশ্রীমা' সম্পর্কে লিখছেন- একবার দুজন যুবক এল। দুজনেই রাজদ্রোহী। মা তাদের স্নান করতে পাঠালেন, তারা স্নান করে এলে তাদের দীক্ষা দিলেন। তারপর তাদের খাইয়ে দাইয়ে তাড়াতাড়ি অন্যত্র যেতে বললেন। এসব ছেলেদেরও দীক্ষা দিতে মা এতটুকু ভয় পেতেন না। মা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দীক্ষা দিয়ে গেছেন। মা যখন উদ্বোধনে অত্যন্ত অসুস্থ তখন একদিন এক পারসী যুবক এসে উপস্থিত। তিনি মঠে অতিথি হয়ে কয়েকদিন ধরে বাস করছিলেন। এখন মায়ের কাছে এসেছেন তাঁকে দর্শন করতে এবং তাঁর কাছে দীক্ষা দিতে নিতে। মায়ের তখন এত অসুখ যে দর্শন একেবারে বন্ধ। এই যুবক নিচে বসে রইলেন। তাঁকে দোতলায় যেতে দেওয়া হল না। মা কিন্তু কিভাবে জেনে গেলেন যে, এই যুবকটি নিচে তাঁর দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি তখন একজনকে বললেন তাকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে আসতে। মা তাকে দীক্ষা দিয়ে নিচে পাঠালেন। স্বামী সারদানন্দ এই ঘটনার কথা জানতে পেরে মন্তব্য করলেনঃ 'মায়ের যদি এক পারসী শিষ্য করার ইচ্ছে হয়ে থাকে তাহলে আমার আর কি বলার আছেঽ এই পারসী যুবকটি আর কেউ না, চিত্র জগতের বিখ্যাত অভিনেতা ও প্রযোজক বম্বের সোরাব মোদি। সেইজন্যে বিবেকানন্দের মতো ঠাকুর-অন্ত প্রাণ ভক্ত বার বার বলেছেন, মায়ের স্থান ঠাকুরেরও উপরে। হঠাৎ একটু খটকা লাগতে পারে। রামকৃষ্ণের আদর্শ সারা পৃথিবীতে প্রচার করার ভার যে বিবেকানন্দের উপর ঠাকুর দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর মুখে এ কী কথা? কিন্তু বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছেন, মায়ের মাধ্যমে ঠাকুর স্বয়ং নির্দেশ দিচ্ছেন। বিবেকানন্দ তাই গুরুভাইদের ডেকে ডেকে বলছেন, ওরে, তোরা এখনও মাকে চিনলি না।বিবেকানন্দ বিশ্বজয় করে ফিরে এলেন দেশে। পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নে তাঁর বক্তৃতা সকল শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল। ফিরে আসার পর মায়ের সঙ্গে তাঁর একটি সুন্দর সাক্ষাৎকারের বিবরণ আছে। স্বামীজি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন মায়ের পায়ে। কত দিন পরে তাঁকে দেখে মায়ের চোখে পুত্রস্নেহ। উপস্থিত সকলে এক অপূর্ব স্বর্গীয় পরিবেশ উপলব্ধি করলেন। পাশ্চাত্যের রমণীদের সঙ্গে মায়ের সখ্যের উপর আছে কৌতূহলজনক আলোচনা। গ্রামের মেয়ে সারদা, এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না। কিন্তু চমৎকার আলাপচারিতা চালিয়ে যান সারা বুল, মিস ম্যাকলয়েড বা সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে, কিন্তু আহার করেন এঁদের সকলের সঙ্গে। সিস্টার নিবেদিতা বলেন, মা, তুমি আমাদের কালী। মা বলেন, না না, তবে তো আমাকে জিভ বার করে রাখতে হবে। নিবেদিতা বলেন, তার কোনও দরকার নেই। তবু তুমি আমাদের কালী, আর ঠাকুর হলেন স্বয়ং শিব। মা মেনে নেন। নিজ হাতে রঙিন উলের ঝালর দেওয়া হাতপাখা বানিয়ে দেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতার সে কী আনন্দ এমন উপহার পেয়ে, সকলের মাথায় হাতপাখা ছোঁয়াতে থাকেন। মা বলেন, মেয়েটা বড় সরল। আর বিবেকানন্দের প্রতি আনুগত্য দেখবার মতো। নিজের দেশ ছেড়ে এসেছে গুরুর দেশের কাজে লাগবে বলে। নিবেদিতার ভারতপ্রেম অতুলনীয়। এসব ছিল মায়ের মহিমা। মা ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা দের পরাস্ত করেছিলেন।

ব্রিটিশ গোয়েন্দাপ্রধান চার্লস অগস্টাস টেগার্ট-এর রিপোর্টের (১৯১৪) ভিত্তিতে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল বিপ্লবীদের সাহায্য করা এবং আশ্রয় প্রদানের অভিযোগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয় বেলুড় মঠকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য ১৯১৬-র ১১ ডিসেম্বর বিশেষ বৈঠক ডেকেছিলেন। সে-খবর পেয়েই শ্রীমা চটজলদি মঠের তৎকালীন সম্পাদক সারদানন্দ এবং জোসেফিন ম্যাকলাউডকে পাঠালেন কারমাইকেলের কাছে। মা বুঝিয়ে বলতে বলেন যে, বেলুড় মঠকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তা ব্রিটিশ সরকারেরই বিড়ম্বনা বাড়াবে। শেষ পর্যন্ত কারমাইকেলের হস্তক্ষেপে ব্রিটিশ সরকার বেলুড় মঠকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা থেকে বিরত হয়। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের বিশেষ নজর ছিল বেলুড় মঠ, উদ্বোধন, জয়রামবাটী, কোয়ালপাড়া ইত্যাদি স্থানের উপরে। সেই সময়ে অনেক বিপ্লবী মায়ের অনুমতি নিয়েই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তরুণ বিপ্লবীদের জন্য তাঁর ভালবাসার অভাব ছিল না।স্বামী প্রেমানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'শ্রীমার আদেশ পালনই আমাদের ধর্ম, কর্ম। আমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। যাকে যা বলবেন, সে তাই করতে বাধ্য।' প্রেমানন্দের শ্রীমা সারদা সম্পর্কিত অভিমত এই যে, রাজরাজেশ্বরী মা শাক বুনে খাচ্ছেন, ভক্তের এঁটো কুড়োচ্ছেন, কাঙালিনী সেজে ছেঁড়া কাপড় তালি দিয়ে পরছেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

কবে বিয়ে করছেন কঙ্গনা?

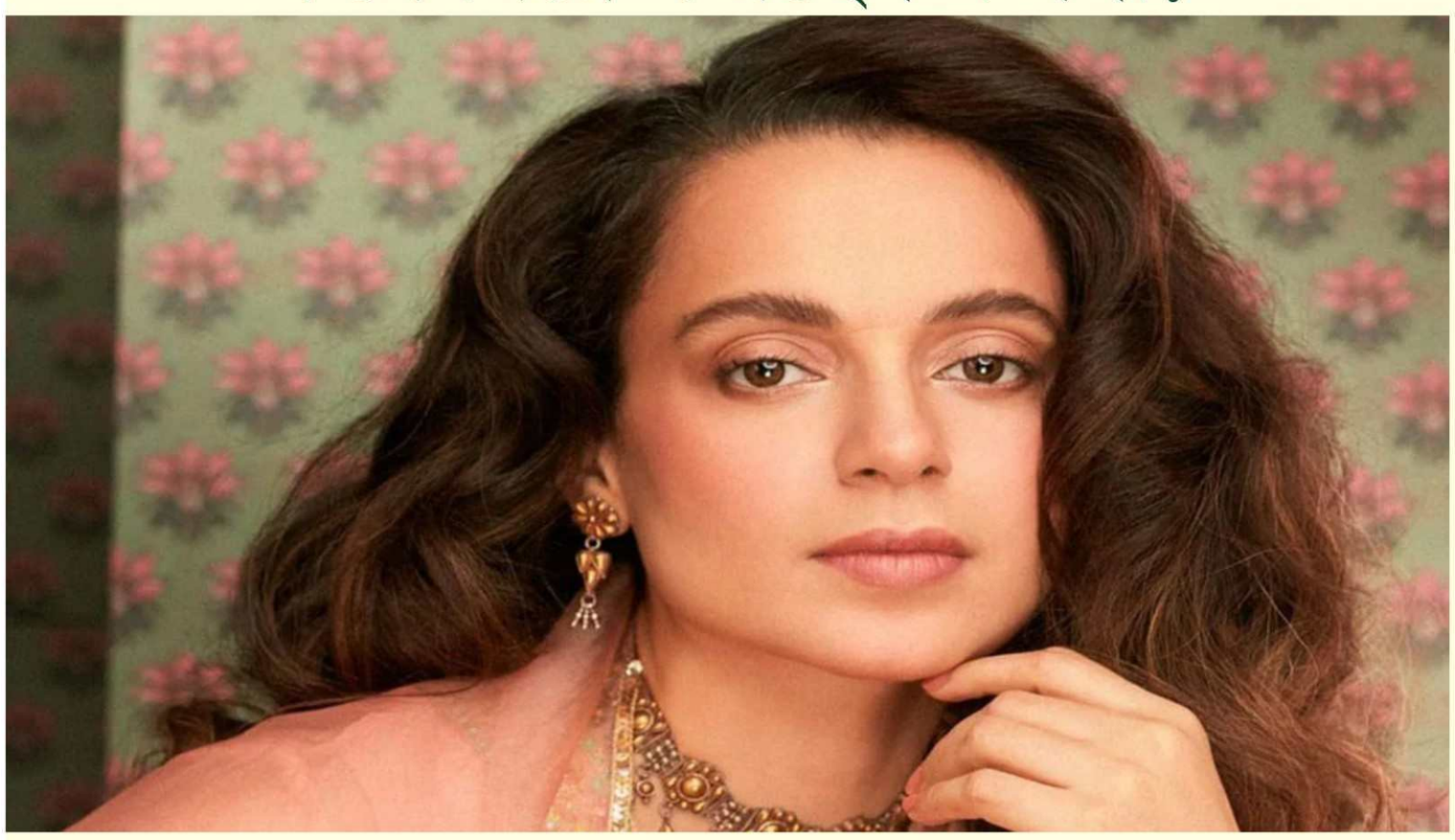

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এখনও 'সিঙ্গেল' রয়েছেন বলিউডের 'কুইন' কঙ্গনা রানাউত। তবে চারপাশে এত বিয়ে দেখে নাকি আর তর সইছে না তার। লোকসভা নির্বাচনের পর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন কঙ্গনা! ইতোমধ্যেই নাকি পোশাক নির্বাচনও করে ফেলেছেন তিনি। মুম্বাইয়ের খ্যাতনামা এক পোশাকশিল্পীর কাছে যাতায়াতও বেড়েছে তার। বিয়ের জন্য মুম্বাই নয়, হিমাচলই পছন্দ কঙ্গনার। তবে খুব বেশি আয়োজন নয়, বরং ঘরোয়া পরিবেশে ছিমছাম ভাবেই বিয়ে সারবেন অভিনেত্রী। বার বার প্রেম এসেছে কঙ্গনার জীবনে। তবে পরিণতি পায়নি কোনওটিই। বলিউডের তাবড় নায়ক থেকে উঠতি অভিনেতা, কিংবা মাঝবয়সি পরিচালক একাধিক সম্পর্কে জড়িয়েছেন তিনি। কিন্তু প্রতিবারই শেষটা ভালো হয়নি। অভিনেতা হৃতিক রোশন থেকে অধ্যয়ন সুমন সকলেই প্রায় কটাক্ষ করেছেন তাকে নিয়ে। ২০২২ সালে এক সাক্ষাৎকারে বিয়ে প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেছিলেন, আগামী পাঁচ বছরে সব হবে। আমিও সংসারী হতে চাই। একাধিক সন্তানের মা হতে চাই। স্বপ্ন দেখি, আমার সাজানো সংসার আগলাবে আমার স্বপ্নের পুরুষ। যে ভালয়-মন্দয় ঘিরে থাকবে আমায়। সম্প্রতি মুম্বাইয়ের এক পোশাকশিল্পী নাকি অভিনেত্রীর বিয়ের খবরটি ফাঁস করেছেন। কিন্তু পাত্রটি কে, সেই নিয়ে বাক্যব্যয় করেননি তিনি। ইন্ডাস্ট্রি সূত্রে খবর, কঙ্গনার হবু স্বামী বলিউডের কেউ নন। তার হবু বর বিদেশে থাকেন এবং তিনি নামকরা ব্যবসায়ী। বেশ কিছু দিন ধরেই নাকি সেই ব্যবসায়ীর সঙ্গে গোপনে প্রেম করছেন কঙ্গনা। আর এবার বিয়ের পালা!

আদিত্য চোপড়াকে বিয়ে করার কারণ জানালেন রানি

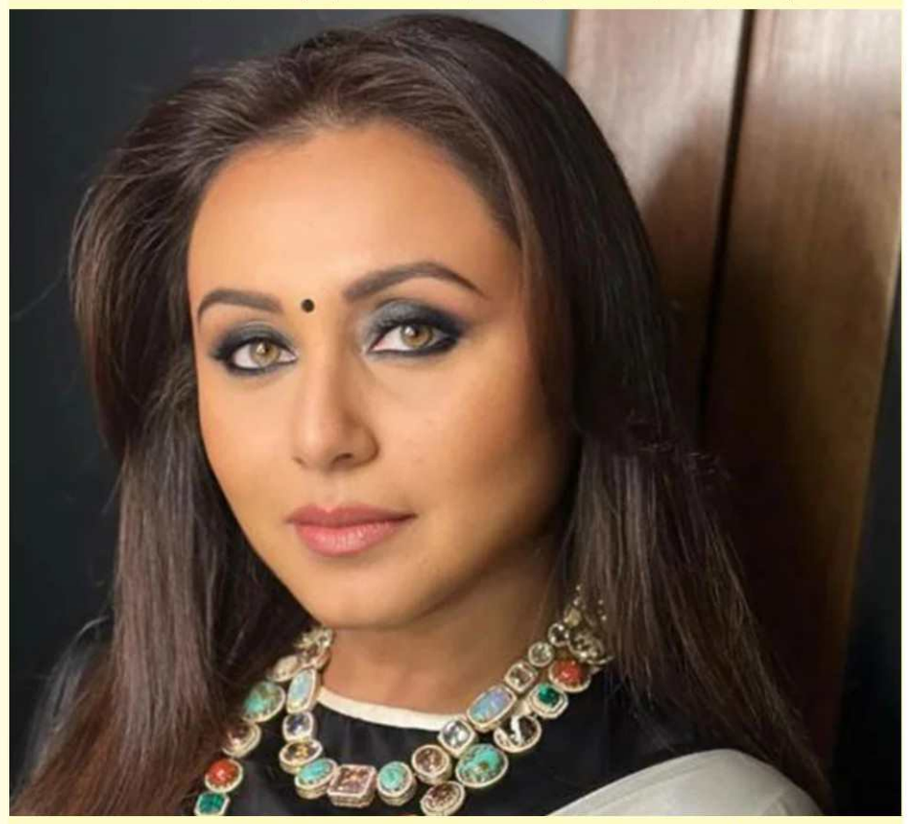

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : হিন্দি সিনেমার একটা সময়ের দাপুটে অভিনেত্রী রানি মুখার্জি। ২০১৪ যখন বিয়ে করেন তখনও তার ক্যারিয়ার মধ্যগগনে। বিয়ে করেন যশরাজ ফিল্মসের কর্ণধার আদিত্য চোপড়াকে। প্রায় দশ বছরের দাম্পত্য জীবন রানি ও আদিত্য চোপড়ার। কিন্তু কখনই নিজের বিয়ে বা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সে ভাবে মুখ খোলেননি রানি। তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আদিত্যকে বিয়ে করার নেপথ্যের কারণ জানালেন অভিনেত্রী।

রানির বিয়ের ছবি এখনও অধরা অনুরাগীদের কাছে। সেই ছবি কি কোনও দিন দেখতে পাবেন ভক্তরা? হাসিমুখে রানির উত্তর, হয়তো কোনও দিন... কী জানি! তবে এত বছর পর স্বামী আদিত্য চোপড়াকে নিয়ে রানি বলেন, ও খুব ভালো মানুষ। যেটা আমি আদির মধ্যে দেখি, সেটা ও যেমন দুর্দান্ত মানুষ, তেমনই ভালো ওর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা। 'আদি খুব স্বচ্ছ মানুষ। ওর নীতিবোধ অসম্ভব সজাগ। আমি এত বছর এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি। যদিও এই ইন্ডাস্ট্রির কাউকে বিয়ে করতেই হতো, তা হলে আদি ছাড়া অন্য কেউ নয়।'

দক্ষিণী সিনেমায় কারিনা, জুটি বাঁধবেন যশের সঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিপাড়ায় জোর গুঞ্জন! দক্ষিণী ছবিতে পা রাখতে চলেছেন অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান। বিপরীতে রয়েছেন কেজিএফ তারকা যশ। শুধু তাই নয়, দক্ষিণের দুই জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাই পল্লবী এবং শ্রুতি হাসানও থাকছেন এই নায়কের বিপরীতে। ছবির নাম "টক্সিক: এ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন আপ"!

যদিও ছবির নির্মাতারা অনুরাগীদের জল্পনা থেকে দূরে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাদের মতে, ছবির কাস্টিং নিয়ে অনেক অপ্রমাণিত তত্ত্ব এবং তথ্য রয়েছে। নির্মাতাদের কথায়, "টক্সিক" ছবি নিয়ে অনুরাগীদের উত্তেজনায় আমরা আনন্দিত। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা সবাইকে অনুমান থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করব। কাস্টিং প্রক্রিয়া প্রায় শেষের দিকে। আমরা অনবদ্য একটা টিম পেয়েছি। এই গল্পটিকে সফল করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। সবাইকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

"টক্সিক: এ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন-আপ" গীতু মোহনদাসের পরিচালনায় এবং কেভিএন প্রোডাকশন এবং মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনস দ্বারা সহ-প্রযোজনা করা হবে। ছবিটি আগামী বছরের ১০ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা।

এর আগে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিওসহ ছবির শিরোনাম ঘোষণা করে যশ লিখেছিলেন, "আপনি যা খুঁজছেন তা আপনাকে খুঁজছে"- রুমি এ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন আপ #টক্সিক।" ভিডিওতে টুপি এবং মুখে সিগার ধরা একটি ছবি ছিল। যা দেখে অনেকেই মনে করছেন নতুন প্রোজেক্টের আভাস। উল্লেখ্য, কেজিএফ'র সাফল্যের পর এই অভিনেতাকে ঘিরে অনুরাগীদের উত্তেজনা তুঙ্গে। সকলেই মুখিয়ে রয়েছেন "টক্সিক"র জন্য।

'গ্যাং লিডার' হয়ে বড় পর্দায় ফিরছেন অস্কার জয়ী মার্ফি

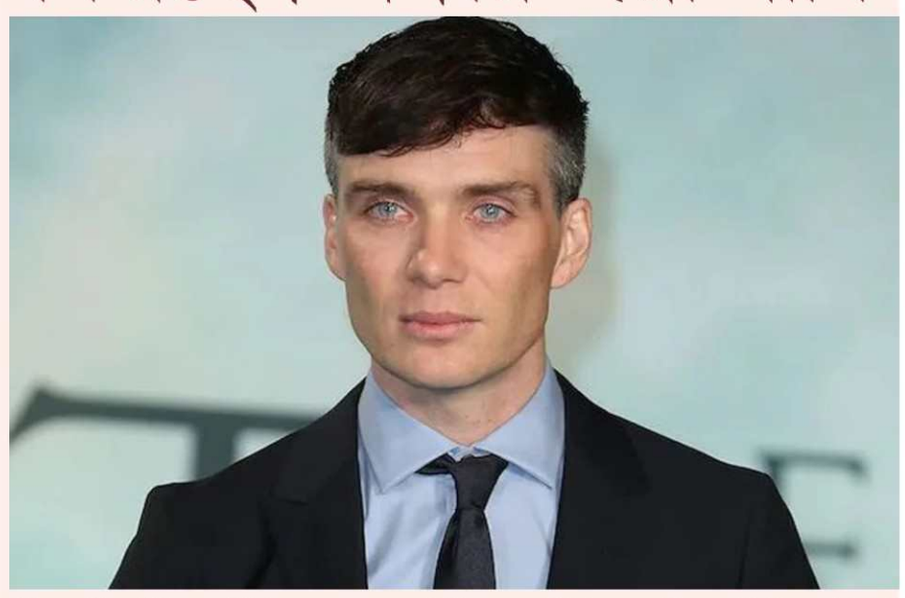

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্রিটিশ দর্শকদের প্রিয় টেলিভিশন সিরিজ 'পিকি ব্লাইন্ডার্স' ছয়টি সিরিজ পাড়ি দিয়ে এবার আসছে বড় পর্দায়। আর এই ক্রাইম ড্রামার মুখ্য চরিত্র গ্যাং লিডার টমি শেলবির চরিত্রে ফের অভিনয় করবেন অস্কার জয়ী অভিনেতা কিলিয়ান মার্ফি। মার্ফির নতুন কাজের খবর দিয়ে ডেইলি সান লিখেছে, নির্মাতা স্টিভেন নাইট মার্ফিকে নিয়ে চলতি বছরে সেপ্টেম্বরে ক্যামেরার সামানে দাঁড়াবেন।

'পিকি ব্লাইন্ডার্স' এর প্রথম সিজন আসে ২০১৩ সালে। প্রথম সিজন যাত্রা শুরু করেছিল মার্ফির হাত ধরে। সোশাল মিডিয়ায় 'পিকি ব্লাইন্ডার্স' নির্মাণ নিয়ে আলোচনা ঘুরছে গত বছর থেকে। মার্ফিকে নিয়ে সিনেমা বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বার্মিংহাম। এরপর মুক্তি পায় পারমাণবিক বোমার জনক জে রবার্ট ওপেনহাইমারকে নিয়ে নির্মিতি সিনেমা 'ওপেনহাইমার'। ওই সিনেমার দুর্দান্ত সাফল্যের পর মার্ফি গ্যাংস্টার টমি শেলবি হতে রাজি হবেন কী না সেটি নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

নির্মাতা বলেছেন, মার্ফির শর্ত ছিল গল্পের মান যদি তাকে সন্তুষ্ট করে তবে তিনি আগ্রহী হবেন। কারণ সর্বশেষ সিরিজটি দেখে মার্ফির মনে হয়েছিল, 'পিকি ব্লাইন্ডার্স' আরও কিছু বলতে চায়।

এই সিরিজের গল্পের প্রেক্ষাপট ১৯২০ সাল। সে সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে বাড়ি ফিরেছেন ব্রিটেনের বারমিংহাম শহরের যোদ্ধারা। ফিরে আসাদের তালিকায় ছিলেন 'দ্য শেলবি ব্রাদার্স'।

শেলবি পরিবারের বড় ভাই আর্থার, মেজ টমি, এবং ছোট ভাই জনি। জুয়া, খুনজখম থেকে শুরু করে হেন অপরাধ নেই যে হাসতে হাসতে করেনি তিন ভাই। পুলিশ ছিল তাদের হাতের মুঠোয়। প্রতিপক্ষের চোখ তুলে অন্ধ করে তাদের শাস্তি দিতে পছন্দ করত এই শেলবি পরিবার।

ইয়ামালের জন্য

২০০ মিলিয়নের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বার্সার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পরবর্তী প্রজন্মের বড় ফুটবলার মনে করা হচ্ছে বার্সেলোনার স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড লামিন ইয়ামালকে। তার বয়স এখনও ১৭ বছর হয়নি। মরক্কান বংশোদ্ভূত এই ফুটবলার এরই মধ্যে বার্সেলোনা ও স্পেনের হয়ে আলো কাড়তে শুরু করেছেন। মেসি পরবর্তী সময়ে বার্সা একাডেমির সেরা ফুটবলার মনে করা হচ্ছে তাকে। ইউরোপের বড় ক্লাবগুলো তাই বার্সার এই দুর্দিনে ইয়ামালকে ছিনিয়ে নেওয়ার ফন্দি করছে। বার্সার খারাপ আর্থিক কাঠামোর কথা চিন্তা করে, ইয়ামালকে কিনতে ২০০ মিলিয়ন ইউরোর প্রস্তাব করেছে। বার্সেলোনা প্রেসিডেন্ট হুয়ান লাপোর্তা মার্কাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনই দাবি করেছেন। তবে বার্সা প্রেসিডেন্ট এও জানিয়ে দিয়েছেন, লামিন ইয়ামাল বিক্রির জন্য নয়। পরে মার্কা জানতে পেরেছে, পিএসজির জর্জ মেন্ডিসের মাধ্যমে বার্সার কাছে এসেছিল বিশাল অঙ্কের অর্থের ওই প্রস্তাব। লাপোর্তা বলেন, 'আমরা ইয়ামালের জন্য ২০০ মিলিয়ন ইউরোর প্রস্তাব পর্যন্ত পেয়েছি। কিন্তু আমরা না বলে দিয়েছি। কারণ সে আমাদের ভবিষ্যত। তার ওপর আমাদের আস্থা আছে। আমরা আর্থিক সংকটের মধ্যে আছি, এটা ঠিক। কিন্তু আমরা ওই ধাক্কা সামলে ওঠার শেষ পর্যায়ে আছি।'

লাপোর্তা আরও দাবি করেছেন, পাবলো গাভি, পেদ্রি, আলেজান্দ্রো বাল্ডে, রোনাল্ড আরাহোর জন্য তারা মোটা অঙ্কের অর্থের প্রস্তাব পেয়েছেন। কিন্তু এদের কাউকেউ বিক্রি করবে না বার্সা।

পাকিস্তান ক্রিকেটে 'নতুন নাটক'

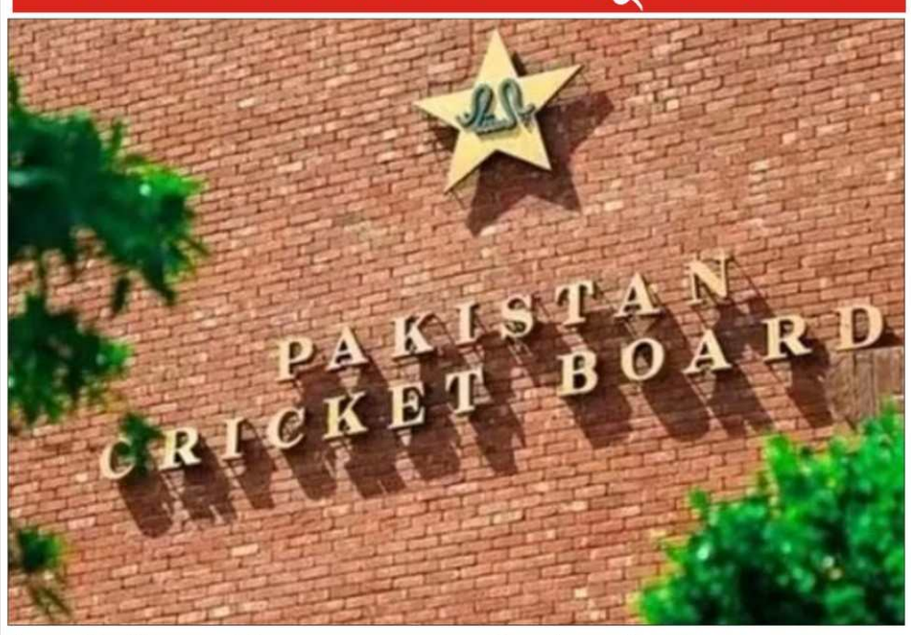

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নতুন করে ওয়াহাব রিয়াজসহ চারজনকে নিয়ে পাকিস্তান জাতীয় দলের নির্বাচক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির বাকি তিনজন হচ্ছেনু সাবেক তারকা ক্রিকেটার মোহাম্মদ ইউসুফ, আব্দুল রাজ্জাক ও আসাদ শফিক।

রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। নতুন করে চার নির্বাচককেই সমান ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যেখানে কেউ প্রধান নির্বাচক থাকবেন না, সবার মতামত ও যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে জাতীয় দলের জন্য ক্রিকেটার নির্বাচন করা হবে বলে জানান মহসিন নাকভি। এর আগে মোহাম্মদ ইউসুফকে পাকিস্তানের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রধান নির্বাচক করা হয়েছিল। নতুন করে নেওয়া সিদ্ধান্তে সেই প্যানেলও ভেঙে গেল।

গত ডিসেম্বরে পাকিস্তান জাতীয় দল যখন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সিরিজ খেলতে উড়াল দেয়, তখন সাবেক বিতর্কিত অধিনায়ক সালমান বাটকে বোর্ডের নির্বাচক প্যানেলে যুক্ত করা হয়। কেবল তিনিই নন, সাবেক পাক ক্রিকেটার কামরান আকমল এবং রাও ইফতেখার আনজুমও প্রধান নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজের অধীনে নিয়োগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সালমানের নিয়োগ নিয়ে সমালোচনা হলে, তাকে বাদ দিয়ে কমিটিতে রাখা হয় বাকি কামরান ও ইফতেখারকে।

পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বলেছেন, 'আমরা নির্বাচক কমিটি নতুন করে গঠন করেছি, এই কমিটি সাত সদস্যবিশিষ্ট হবে। তবে এবারের কমিটিতে কিছু পার্থক্য আছে, নির্বাচকদের মধ্যে কেউ প্রধান থাকবেন না। প্রতিটি সদস্যের হাতেই সমান ক্ষমতা থাকছে। ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সবার মতামতের ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে সবাই একত্রে বসে যুক্তিতর্ক, আলোচনার পর অধিকাংশ মতামত যেদিকে যাবে, সেটাই হবে সিদ্ধান্ত। আগের নির্বাচক কমিটির চেয়ে এটাই বর্তমানের পার্থক্য, আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে প্রতিটি সদস্যেই নানা প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন।'

পাকিস্তানের নতুন নির্বাচক প্যানেলে সাবেক চার ক্রিকেটারের সঙ্গে থাকবেন আরও তিনজন। সাত সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে জাতীয় দলের প্রধান কোচ, অধিনায়ক এবং অ্যানালিস্টেরও সমান অধিকার থাকবে। সাধারণত এমনটা বিভিন্ন দেশের নির্বাচক কমিটিতে দেখা যায় না। দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথম এই নতুনত্ব আনল পিসিবি। এছাড়া নির্বাচক কমিটিতে আরও ২-৩ জন সমন্বয়ক থাকবে বলেও জানিয়েছেন নাকভি, তবে তাদের ভোটাভুটি ক্ষমতা থাকবে না।

এ নিয়ে পিসিবি চেয়ারম্যান বলেন, 'এখন থেকে দল সম্পর্কিত প্রতিটি সিদ্ধান্তই নির্বাচক কমিটি নেবে। পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্টের মূল দায়িত্ব তাদের, আমি আশা করি দক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তারা ভালো ফলাফল নিয়ে আসবে। দল নির্বাচনে পিসিবি চেয়ারম্যানের কোনো ভূমিকা থাকবে না, আমরা ব্যবস্থাপক, সবাইকে নিয়ে সঠিক ব্যবস্থাপনা করাই আমাদের কাজ। নতুন করে যুক্ত হওয়া কমিটির সদস্যরা ইতিবাচক ফল আনবে বলে আশা করছি।'

২৩ বছরের ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন সেই ওবুয়া

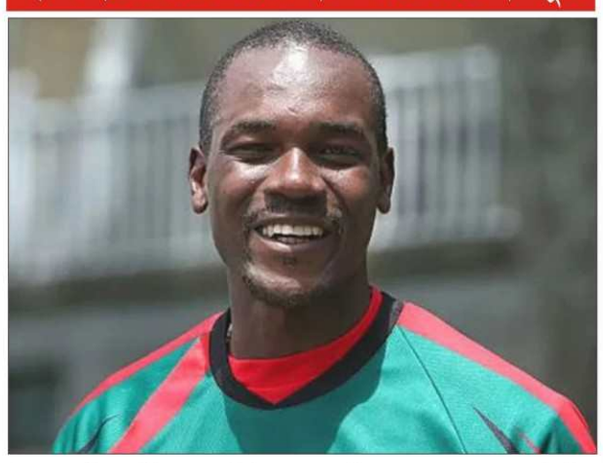

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেনিয়ার ওয়ানডে স্ট্যাটাস হারানোর এক দশক পেরিয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেশের হয়ে শুধু টি-টোয়েন্টি খেলছিলেন কলিন্স ওবুয়া। এবার সেটিরও সমাপ্তি। প্রায় ২৩ বছরের পথচলার ইতি টেনে দিলেন ২০০৩ বিশ্বকাপে কেনিয়ার অসাধারণ সাফল্যের নায়কদের একজন ৪২ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার। আফ্রিকা গেমসের তৃতীয় স্থানের প্লে-অফে গত শনিবার উগান্ডার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেন ওবুয়া। ম্যাচটি ১০৬ রানে হারে তার দল। তিনি জানান, "২৩ বছর খেলার পর আমি ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেনিয়ার হয়ে খেলাটা ছিল অনেক বড় সম্মানের।" বিদায়ী ম্যাচে ওবুয়াকে 'গার্ড অব অনার' দেয় দুই দলের ক্রিকেটাররা। রান তাড়ায় ওপেনিংয়ে নেমে ৫ বলে শূন্য রানে আউট হন তিনি। ওবুয়ার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ার স্থায়ী হলো ২২ বছর ২২১ দিন। পুরুষদের মধ্যে তার চেয়ে বেশি সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছেন কেবল সাত জন। যেখানে চূড়ায় উইলফ্রেড রোডস (৩০ বছর ৩১৫ দিন)। ২০০১ সালের ১৫ অগাস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখেন ওবুয়া। এই সংস্করণে দেশের হয়ে ১০৪ ম্যাচ খেলে তিনি রান করেছেন ২ হাজার ৪৪, দলটির হয়ে যা তৃতীয় সর্বোচ্চ। লেগ স্পিনে উইকেট নিয়েছেন ৩৫টি। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওয়ানডে স্ট্যাটাস হারায় কেনিয়া।

টি-টোয়েন্টিতে কেনিয়ার সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি। ৭৬ ম্যাচে করেছেন ১ হাজার ৭৯৪ রান। সর্বোচ্চ ইনিংস অপরাজিত ৯৬। উইকেট নিয়েছেন ২৫টি। কেনিয়ার ২০০৩ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠায় বড় অবদান ছিল ওবুয়ার। গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে অঘটনের জন্ম দেয় কেনিয়া। সেই জয়ের নায়ক ছিলেন ওবুয়া।

নাইরোবিতে ওই ম্যাচে ২১০ রানের পুঁজি নিয়েও শ্রীলঙ্কাকে ৫৩ রানে হারায় কেনিয়া। লঙ্কানদের ১৫৭ রানে গুটিয়ে দিতে ১০ ওভারে ২৪ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হন ওবুয়া, এখনও যা কেনিয়ার কারও এই সংস্করণে সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সেটিই ছিল কেনিয়ার প্রথম জয়, যা তাদের সুপার সিক্সে ওঠার পথ সুগম করেছিল। পরে সেমিফাইনালে ভারতের কাছে হেরে বিদায় নেয় কেনিয়া। তাদের পর আইসিসির আর কোনো সহযোগী দেশ এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি। আসরে ৯ ম্যাচে ১৩ উইকেট নিয়েছিলেন ওবুয়া। বিশ্বকাপ সাফল্যের পর কেনিয়ার প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার কীর্তি গড়েন তিনি। ২০১১ বিশ্বকাপে বেঙ্গালুরুতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রান তাড়ায় তিনে নেমে ৯৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ওবুয়া। দল হারলেও সেদিন ম্যাচ সেরার পুরস্কার জেতেন তিনিই। ওই বিশ্বকাপের পর তাকে কেনিয়ার অধিনায়ক করা হয়, কিন্তু ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হলে ২০১৩ সালে অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন ওবুয়া।

এড্রিকের গোলে ১৫ বছর পর

ইংল্যান্ডকে হারাল ব্রাজিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সময়টা ভালো যাচ্ছিল না ব্রাজিলের। টানা চার ম্যাচ জয়হীন, টানা তিন হার। সবশেষ জয় গত বছর সেপ্টেম্বরে পেরুর বিপক্ষে। আবার ২০০৯ সালের পর থেকে ব্রাজিল কখনো ইংল্যান্ডকে হারাতে পারেনি। সবমিলিয়ে তাই প্রীতি ম্যাচের শুরুতে ফেভারিট ছিল ইংল্যান্ডই। সর্বশেষ ১০ ম্যাচে যারা অপরাজিত। খেলাটাও তাদের ঘরের মাঠ ওয়েম্বলিতে। যেখানে গত বিশ বছর ধরে হারেনি ইংলিশরা। তবে ইংলিশদের মাটিতে শেষটা হয়েছে ব্রাজিলের জয়ে। এড্রিকের একমাত্র গোলে স্বাগতিকদের ১-০ গোলে হারিয়েছে ব্রাজিল। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে নেমে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেন রিয়াল মাদ্রিদে নাম লেখানো এই তরুণ।

২০০৯ সালের পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এটাই ব্রাজিলের প্রথম জয়। ১৫ বছরের ব্যবধানে যেই জয়টা এলো দরিভাল জুনিয়রের অধীনে। ভারপ্রাপ্ত কোচদের অধীনে টানা তিন ম্যাচ হারের পর নতুন কোচের অধীনে প্রথম ম্যাচেই জয় তুলে নিল ব্রাজিল। যা আশার পালে হাওয়া লাগিয়েছে ব্রাজিল সমর্থকদের।

দরিভালের ব্রাজিল দলে ছিল চোটের সমস্যা। ছিলেন না দুই মূল গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকার এবং এডারসন মোয়ারেস। দলের সবচেয়ে বড় তারকা নেইমার জুনিয়র তো অনেকদিন ধরেই ইনজুরিতে। ছিলেন না গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি, গ্যাব্রিয়েল জেসুস কিংবা মার্কুইনহোসের মতো তারকা। কোচ হিসেবে দরিভালের প্রথম ম্যাচেই তাই অভিষেকই ঘটলো সাতজনের। তাদের মধ্যে শুরুর একাদশে ছিলেন গোলরক্ষক বেন্তো, তিন ডিফেন্ডার ওয়েন্দেল, লুকাস বেরালদো, ফ্যাব্রিসিও ব্রুনো ও মিডফিল্ডার জোয়াও গোমেস। পরবর্তীতে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন স্যাভিও ও পাবলো মাইয়া।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শুরু থেকেই দাপট দেখায় সেলেকাওরা। ম্যাচের ৯ মিনিটেই গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন রদ্রিগো। তবে ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ডের শট রুখে দেন ইংলিশ গোলরক্ষক। এরপর ম্যাচের ১২ মিনিটে আরও একবার সুযোগ হাতছাড়া করে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচের পুরোটা সময়জুড়ে বেশ কিছু সুযোগ মেলেও নিখুঁত ফিনিশিংয়ের অভাবে তা কাজে লাগাতে পারেননি ভিনিসিয়াসরা। অন্যদিকে বল পজিশনে এগিয়ে থেকেও প্রথমার্ধে ব্রাজিলের সীমানায় খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি ইংল্যান্ড।

দ্বিতীয়ার্ধেও ব্রাজিলের ওপর চাপ বাড়ায় ইংল্যান্ড। তবে তেমন একটা সুযোগ তৈরি করতে পারেননি হ্যারি কেইনকে ছাড়া খেলতে নামা দলটি। এর মধ্যে ম্যাচের ৭১ মিনিটে রদ্রিগোর বদলি নেমে তার ৯ মিনিট বাদেই গোল করেছেন বিস্ময়বালক এড্রিক। রোনালদোর পর চতুর্থ সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে দেশের হয়ে গোলের রেকর্ড এখন এই ব্রাজিলিয়ানের দখলে।

হায়দরাবাদের রেকর্ড রান তাড়ায় ব্যর্থ মুম্বাই

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ট্রাভিস হেডের পর ব্যাট হাতে তাণ্ডব চালালেন অভিষেক শর্মা ও হেনরিখ ক্লাসেন। তাদের পঞ্চাশোর্ধ রানে রেকর্ড সংগ্রহ পায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

জবাব দিতে নেমে শুরুটা দারুণ হয় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের। ম্যাচজুড়ে লড়াই করেন তিলক ভর্মা, নামান ধির ও টিম ডেভিড। তবে তিলক ছাড়া বাকিরা খেলতে পারেননি বড় ইনিংস। এতে হারতে হয় মুম্বাইকে।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) অষ্টম ম্যাচে হায়দরাবাদের জয় ৩১ রানে। রাজিব গান্ধি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে স্বাগতিকদের ব্যাটিংয়ে পাঠায় মুম্বাই। আগে ব্যাট করতে নামা হায়দরাবাদ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ২৭৭ রান সংগ্রহ করে। আইপিএলের কোনো আসরে এটিই সর্বোচ্চ সংগ্রহ। এর আগে ২০১৩ আসরে পুনে ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর ২৬৩ রান ছিল সর্বোচ্চ সংগ্রহ।

রান তাড়ায় নেমে তিলক-ডেভিডের ব্যাটে ভালো রান পেলেও তা যথেষ্ট হয়নি মুম্বাইয়ের জয়ের জন্য। ৫ উইকেট হারিয়ে ২৪৬ রানে থামতে হয় তাদের।

আগে ব্যাট করতে নেমে বিধ্বংসী শুরু করেন ট্রাভিস হেড। যদিও অপরপ্রান্তে ১১ রানে উইকেট হারান হায়দরাবাদ ওপেনার মায়াঙ্ক আগারওয়াল। তবে তাণ্ডব চালাতে থাকেন হেড। স্রেফ ১৭ বলে ফিফটি স্পর্শ করা অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটার অবশ্য থামেন ৬২ রানে। ২৪ বলে ৯ চার ও ৩ ছক্কায় সাজানো ছিল তার ইনিংস। তিনে নামা অভিষেক শর্মাও একইভাবে ব্যাট চালান। তিনি পঞ্চাশ স্পর্শ করেন ১৬ বলে। একাদশ ওভারে বিদায় নেওয়ার আগে খেলে যান ২৩ বলে ৩ চার ও ৭ ছক্কায় ৬২ রানের ইনিংস।

চতুর্থ উইকেটে ঝড়ো ব্যাটিং অব্যাহত রাখেন হেনরিখ ক্লাসেন ও এইডেন মার্করাম। ৫৫ বলে ১১৬ রানের বিধ্বংসী জুটিতে দলকে এনে দেন রেকর্ড সংগ্রহ। ছাড়িয়ে যান রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর ২৬৩ রানের সংগ্রহ। ৩৪ বলে ৪ চার ও ৭ ছক্কায় ৮০ রানে অপরাজিত থাকেন ক্লাসেন। মার্করাম খেলেন ২৮ বলে ২ চার ও ১ ছক্কায় ৪২ রানের ইনিংস।

রান তাড়ায় নেমে হায়দরাবাদের মতো ঝড়ো শুরু করেন মুম্বাইয়ের দুই ওপেনার রোহিত শর্মা ও ইশান কিশান। ২০ বলে তাদের ৫৬ রানের দারুণ এই জুটি ভেঙে দেন শাহবাজ আহমেদ। ১৩ বলে ৩৪ রান করে ফেরেন কিশান। ১২ বলে ২৬ রান করে উইকেট হারান আরেক ওপেনার রোহিত। তাদের বিদায়ের পর ব্যাট চালাতে থাকেন নামান ধির ও তিলক ভর্মা। ২৪ বলে তিলক পঞ্চাশ পূর্ণ করার পর ১৩ বলে ৩০ রান করে বিদায় নেন নামান ধির।

পাঁচে হার্দিক পান্ডিয়া ব্যাট করতে নামলে কমে যায় রানের গতি। যদিও তিলক খেলতে থাকেন আগের গতিতে। তবে ৩৪ বলে ২ চার ও ৬ ছক্কায় ৬৪ রান করে তিনি উইকেট হারান। শেষদিকে পান্ডিয়া ২৪ রানে বিদায় নিলে লড়াই চালান টিম ডেভিড। তবে তার ২২ বলে অপরাজিত ৪২ রানের ইনিংস কেবল ব্যবধানই কমিয়েছে।

প্রতি বলে কত করে পাচ্ছেন স্টার্ক?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০১৫ সালের পর প্রথমবার আইপিএলের মঞ্চে মিচেল স্টার্ক। তাই চলতি আইপিএলের নিলামে এই অজি তারকাকে নিয়ে শুরু হয় কাড়াকাড়ি। ব্যাপক লড়াই শেষে স্টার্ক চলে যান কলকাতা নাইট রাইডার্সে। ততক্ষণে স্টার্কের দাম উঠে যায় ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপি পর্যন্ত। এর এক ঘণ্টা আগেই নিলামে নাম উঠেছিল তারই স্বদেশি প্যাট কামিন্সের। বিশ্বকাপ জেতানো অজি অধিনায়ককে শেষ পর্যন্ত সানরাইজার্স হায়দরাবাদ কিনে নেয় ২০ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে। এরপর থেকেই দুজনের দাম নিয়ে হিসেবনিকেশ চলেছে। আর সেই দুই তারকাই গতকাল আইপিএলের মঞ্চে নামলেন প্রথমবারের মতো। যদিও দুজনের কারোরই শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি। টানটান উত্তেজনার ম্যাচে কলকাতা জিতলেও প্রশ্ন উঠেছে দুই অজি পেসারের বোলিং ফিগার নিয়ে। আগেই গণনা করে জানা গিয়েছিল শাহরুখ খানের ডেড়ায় স্টার্ক যদি প্রতিটি ম্যাচে চার ওভার করেই বল করেন তাহলে বল প্রতি ৭ লাখ ৩৬ হাজার ৬০৭ টাকা করে পাবেন তিনি। সেই হিসেবে গতকালের ম্যাচে ৪ ওভারে ২৪ বল করা স্টার্ক পেয়েছেন ১ কোটি ৭৬ লাখ ৭৮ হাজার ৫৬৮ রুপি। যদিও এই ২৪ বলে তিনি দিয়েছেন ৫৩ রান। পাননি কোন উইকেটের দেখা। সে হিসেবে স্টার্কের দেওয়া প্রতি রানের মূল্য ছিল প্রায় ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৫৫৮ রানের কাছাকাছি। সে তুলনায় অবশ্য প্যাট কামিন্স কিছুটা হিসেবী ছিলেন। পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে যদি কামিন্স হায়দরাবাদের হয়ে প্রতিটি ম্যাচে খেলেন এবং প্রতি ম্যাচে চার ওভার বল করেন, তা হলেও প্রতি বল করার জন্য তিনি পাবেন ৬.১ লাখ টাকা। গতকাল ৪ ওভার করে কামিন্স দিয়েছেন ৩২ রান। উইকেট পেয়েছেন। তবে অধিনায়ক কামিন্স দলকে জেতাতে পারেননি। তার জন্যেও প্রথম ম্যাচে তাই হায়দরাবাদের খরচটা তাই একটু বেশিই মনে হতে পারে।

বিশ্বকাপ খেলতে অবসর ভেঙে

পাকিস্তান দলে ফিরছেন আমির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অবসর ভেঙে পাকিস্তান দলে ফিরছেন মোহাম্মদ আমির। রবিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটারে) এক পোস্টের মাধ্যমে নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি।

২০২০ সালে হুট করেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন আমির। মূলত কোচ ও টিম ম্যানেজমেন্টের প্রতি অভিযোগ তোলে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন এই পেসার। এবার টিম ম্যানেজমেন্ট ও পিসিবিতে পরিবর্তন আসায় আবারও পাকিস্তানের জার্সিতে ফিরছেন আমির।

এক্সে আমির লিখেছেন, আমি এখনও পাকিস্তানের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখি। জীবন কখনও কখনও এমন এক জায়গায় নিয়ে দাঁড় করায় যখন আপনাকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হয়। পিসিবি এবং আমার মাঝে বেশ কিছু ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। যেখানে তারা আমাকে বুঝতে পেরেছে এবং এটা অনুভব করিয়েছে যে আমি পাকিস্তান দলের জন্য প্রয়োজনীয়।

তিনি আরও লিখেছেন, আমার পরিবার এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে আলোচনা করে এটা ঘোষণা করতে চাই যে আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য আমি প্রস্তুত আছি। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের আগে আমি দেশের হয়ে কিছু করতে চাই। সবুজ জার্সি পরা এবং দেশের সেবা করা সবসময়ই আমার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং থাকবে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR